আরাফাতের বিকল্প

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

আরাফাতের বিকল্প! বেখাপ্পা শোনালেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কড়া নির্দেশ– স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাস্ট্র চাইলে বদলাতে হবে বর্তমান নেতৃত্ব। আর বর্তমান নেতৃত্ব মানেই তো ইয়াসির আরাফাত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য পলিসির যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাকে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে নতুন নেতৃত্বের কথা বলেছেন : 'শান্তির জন্য প্রয়োজন একটি নতুন ও ভিন্ন প্যালেস্টাইনি নেতৃত্ব, যাতে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে।' কিন্তু বিশ্বের অনেক নেতৃবৃন্দই বুশের এই শর্তারোপের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাঁ ক্রাতে, জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানসহ অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, আরাফাতকে উৎখাতের 'বুশ পলিসির' সমর্থন তারা করেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ওয়াশিংটনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। ইসরায়েলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও এ অঞ্চলের যেকোনো শান্তি উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম অংশীদার। প্রেক্ষাপট যখন এই, আরাফাতকে উৎখাতের বুশ ঘোষণাকে বিশ্লেষকরা নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আরাফাতের বিকল্প আদৌ সম্ভব কিনা এবং কে অথবা কারা হতে পারেন আরাফাতের যোগ্য উত্তরসূরি বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আরাফাতকে সরিয়ে দেয়ার যে শর্তই বুশ আরোপ করুন না কেন, খোদ বুশ প্রশাসনেই এ নিয়ে সন্দেহ আছে। বিশেষত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল এ ধরনের বিধিনিষেধ নির্ধারণের ব্যাপারে সন্দিহান। যদিও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিজ্জা রাইস অপেক্ষাকৃত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি; পাওয়েল মনে করেন এক্ষেত্রে ইসরায়েলের দায়িত্বও কম নয়, যখন ইসরাইলী বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা আরাফাতরে পক্ষে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর মতো সশস্ত্র প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ একরকম অসম্ভব।

আরাফাতের বিকল্প আরাফাতই

আসলে আরাফাত একটি ইতিহাস। ইঞ্জিনিয়ার যে মানুষটি ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়েছেন এবং পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন, যার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার, আজকে সহসা তাকে দৃশ্যপটের বাইরে ঠেলে দেয়া যে কতটুকু অবিবেচনাপ্রসূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আরাফাতকে উৎখাতের 'বুশ পলিসি' আসলে একান্তই 'শ্যারোনীয়' পলিসি। এ ব্যাপারে খোদ ইসরায়েলিরাও কম বিস্মিত নয়। জেরুজালেম পোস্টের রিপোর্টার ডেভিড হরোউইটজ 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও'কে বলেছেন, 'শ্যারন সরকার ভাবতে পারেন ভাষণটি তারাই লিখেছেন'। এহেন প্রো-ইসরায়েলি নীতিতে আরাফাতকে শান্তি আলোচনার পক্ষে অনুপযুক্ত আখ্যা দেয়া হবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। আসলে আরাফাতকে প্যালেস্টাইনি নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার নীতি একান্তই ইসরায়েলের। কিছুদিন আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারন ঘোষণা করেছিলেন, '৮২ সালে বৈরুতে আরাফাতকে হত্যা না করে তিনি ভুল করেছিলেন। দিন কয়েক আগে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার এক বিবৃতিতে বলা হয় 'প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষ যখন সত্যিকার সংস্কার সাধন করবে এবং এর মাথায় বসবে নতুন নেতৃত্ব, কূটনৈতিক উপায়ে সামনে এগুনোর পথগুলো নিয়ে আলোচনায় বসা কেবল তখনই সম্ভব।' ইসরায়েলি বিবৃতি এবং প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্যের এত অদ্ভুত মিলকে কাকতালীয় বলা যায় না। বরং উভয়পক্ষের নীতিগত মিল থাকলেই এমনটা সম্ভব। ইয়াসির আরাফাত অবশ্য প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষণার কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। তিনি বুশের ভাষণকে 'গঠনমূলক' হিসেবে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, নেতৃত্ব পরিবর্তন বলতে বুশ তাকে বোঝাননি। আরাফাতের অসহায়ত্ব এখানে পরিষ্কার। প্রেসিডেন্ট বুশকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য তার নেই। আরাফাত কেবল নীরব থেকে ভরসা করতে পারেন তার জনগণের ওপর। ইতিমধ্যে তিনি সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ১০-২০ জানুয়ারি। এই নির্বাচনে তার জয়লাভই হবে বুশের বক্তব্যের মোক্ষম জবাব। সাম্প্রতিক জরিপও সেই সম্ভাবনার কথাই বলছে। এর আগে ১৯৯৬ সালে প্যালেস্টাইনের ইতিহাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আরাফাত ৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। গত মাসে 'প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর পলিসি এন্ড সার্ভে রিসার্চ' ১৩১৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক প্যালেস্টাইনির মধ্যে জরিপ চালায়। তাতে দেখা যায়, জনপ্রিয়তায় সামান্য ভাটা এলেও আরাফাতই নির্বাচিত হবেন প্যালেস্টাইনিদের নেতা। সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের ভূমিকা কি হবে অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। বুশের 'কথামত' নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন না করার 'অপরাধে' বলির পাঁঠা হবেন প্যালেস্টাইনি জনগণ। আর স্বাধীন স্বদেশ? সে তো আকাশ কুসুম কল্পনা। কেননা, প্রেসিডেন্ট বুশ যে ফ্রেমওয়ার্ক ঘোষণা করেছেন তাতে পরিষ্কার বলা আছে, 'আমি প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের... এবং যখন প্যালেস্টাইনি জনগণ গ্রহণ করবেন নতুন নেতা, নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্র

প্যালেস্টইন রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে সমর্থন জানাবে...।' কিছুদিন আগে আরাফাত ইসরায়েলি গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তার প্রশাসনে পরিবর্তন আনবেন। আরাফাতের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক, ত্বরিত সংস্কার সাধন আরাফাতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য তিনি একজন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার জো নেই, হাত-পা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে আরাফাতকে সাঁতার কাটতে বলা হচ্ছে, যা তার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। এখন দেখা যেতে পারে প্যালেস্টাইনি জনগণের সামনে আরাফাতের বিকল্প বেছে নেয়ার কি সুযোগ আছে। পর্যবেক্ষকরা বেশকিছু নাম প্রস্তাব করেছেন। এদের একজনের এ মাসেই দুবার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে। অন্যজন প্যালেস্টাইনি প্রতিরোধ সংগ্রামের বিপ্লবী নেতা। তৃতীয়জন আছেন ইসরায়েলের কারাগারে। চতুর্থজন নেতৃত্ব দিচ্ছেন কট্টরপন্থী একটি মিলিশিয়া গ্রুপের। এই চার নেতৃস্থানীয় প্যালেস্টাইনি হচ্ছেন সংসদের স্পিকার আহমেদ কোরেই, আরাফাতের ডেপুটি মাহমুদ আব্বাস, ফাতাহ মিলিশিয়া নেতা মারওয়ান বারগোতি এবং সাবেক গাজা সিকিউরিটি চীফ মোহাম্মদ দাহলান। এছাড়াও আছেন পশ্চিম তীরের নিরাপত্তা প্রধান জিবরিল রাজুব। কিন্তু এরা বুশের 'সন্ত্রাসের সঙ্গে আপোসহীন' নেতার পর্যায়ে পড়েন কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বলাই বাহুল্য, এদের কেউই আরাফাতের প্রবাদতুল্য জনপ্রিয়তা ও ক্যারিশমার ছিটেফোঁটাও ধারণ করেন না।

মারওয়ান বারগুতি

জিবরিল রাজুব

আহমেদ কোরেই

আরাফাতের প্রশাসনে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আহমেদ কোয়েরি। আবু আলা নামেও তিনি পরিচিত। ১৯৯৩ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পাদিত অসলো চুক্তির অন্যতম আলোচক। কোয়েরি বর্তমানে প্যালেস্টইনি অ্যাসেম্বলির স্পিকার এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে আরাফাত মারা গেলে তিনিই প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। জেরুজালেমের কাছে আবু দিসের এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নেয়া ষাটোর্ধ্ব কোয়েরি অনেক সাধারণ প্যালেস্টাইনির চোখে একজন অভিজাত ব্যক্তি। প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার আগে তিনি ছিলেন পিএলও'র একজন অর্থ কর্মকর্তা। সর্বসাম্প্রতিক ২১ মাস বয়সী প্যালেস্টাইনি গণজাগরণের পুরোটা সময় সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্য কোয়েরি সর্বদা ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। দুবার হার্ট সার্জারির পর তিনি এখন সুস্থতার পথে।

আরাফাতের আরেক সম্ভাব্য উত্তরসূরি মাহমুদ আব্বাস। প্রায় ৭০ বছর বয়সী আরাফাতের ডেপুটি আবু মাজেন নামেও সমধিক পরিচিত। তিনি আরাফাতের ফাতাহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে পিএলও'র এক্সিকিউটিভ কমিটির মহাসচিব। অসলো চুক্তির সময় আব্বাস ছিলেন পিএলও'র কর্মকর্তা। ১৯৯৫ সালে তিনিই প্রথম প্যালেস্টাইনি নেতা হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমের কিয়দংশে ইসরায়েলি দাবি মেনে নেন। পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের চোখে তিনি মধ্যপন্থি। বাস্তবতাবোধ এবং সামরিক অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি প্যালেস্টাইনিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে তেমন আশাবাদী নন। অন্যদিকে, ৪২ বছর বয়স্ক ফাতাহ মিলিশিয়া নেতা বারগুতি ঠিক এর বিপরীত। সাম্প্রতিককালে ইসরায়েলের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে নামা আল-আকসা মার্টার্স ব্রিগেডের তিনি বিশ্বস্ত নেতা। ইসরায়েলিদের হাতে বন্দী হবার পর তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী রকেট হামলা চালিয়ে হত্যা করে তার ছেলেকে। বারগুতির

এ সপ্তাহের বিশ্ব

বাম ফ্রন্টের ২৫ বছর

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট রাজ্য সরকার একনাগাড়ে ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকার উৎসব পালন করেছে। দলটি ১৯৭৭ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়। ২০০০ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে দলটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছে। রাজ্যজুড়ে যেদিন বামফ্রন্ট ক্ষমতার রজত জয়ন্তী পালন করেছে, বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সেদিন কালো দিবস পালন করে।

নিরাপদে লাদেন

আরবি ভাষার এক ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ করেছে, ওসামা বিন লাদেন নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। তিনি শিগগিরই টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন। তোরাবোরা পার্বত্য অঞ্চলে লাদেনের নিহত হওয়াকে গুজব আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে লাদেন মুসলিম সম্প্রদায়ের সামনে হাজির হবেন। এ ছাড়া বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পুনরায় চরম আঘাত হানা হবে।

ইরানে ভূমিকম্প

ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কাজভিন প্রদেশে এক তীব্র ভূমিকম্পে ৭ শতাধিক মানুষ নিহত ও কয়েক হাজার গৃহহীন হয়েছে। ৪.৮ মাত্রার মাঝারি ভূমিকম্পে ১৩টি গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ধাক্কা রাজধানী তেহরান পর্যন্ত পৌঁছায়। উপদ্রুত এলাকা পার্বত্য অঞ্চল হওয়ায় ত্রাণকার্য ব্যাহত হচ্ছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ত্রাণমন্ত্রীর গাড়িতে হামলা চালায়।

মাহাথিরের পদত্যাগ নাটক

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এক অনুষ্ঠানে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করেছেন। ৭৬ বছর বয়সী পেশায় ডাক্তার এই নেতা ২১ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড মালয়স ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের বার্ষিক সম্মেলনের সমাপনী ভাষণে মাহাথির পদত্যাগের ঘোষণা দিলে সবাই হতবাক

রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র বির জেইত বিশ্ববিদ্যালয় এবং রামাল্লায় প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু শিবির। পশ্চিম তীরে অভিযান চালানোর সময় ১৫ এপ্রিল ইসরায়েলি বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে। পশ্চিম তীরের একজন কৃষকপুত্র বারগুতি অনর্গল হিব্রু বলতে পারেন। সাম্প্রতিক ইন্তিফাদা শুরুর আগে তিনি ইসরায়েলিদের পছন্দের একজন ছিলেন। বিক্ষোভ, শেষকৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বারগুতির উপস্থিতি এবং ইসরায়েলি দখলদারিত্বে অবসান চেয়ে আরব প্রেসের কাছে খোলামেলা বক্তব্য তাকে সাধারণ প্যালেস্টাইনিদের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। ইসরায়েল বলছে, তারা বারগুতির বিচার করবে। তবে তাকে বহিষ্কার করাও হতে পারে।

৪১ বছর বয়সী মোহাম্মদ দাহলান অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের নেতাদের অন্যতম। যুদ্ধ না আলোচনা– এ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকায় জনপ্রিয়তা হারালে সম্প্রতি তিনি গাজা প্রিভেন্টিভ সিকিউরিটির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ইসরায়েলিদের অভিযোগ, গাজায় অনেকগুলো হামলার জন্য তিনিই দায়ী। কিন্তু দাহলান আরাফাতের একজন সিনিয়র উপদেষ্টা হবার আশা পোষণ করেন। তিনি ইসরায়েল এবং সিআইএ-র সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় প্যালেস্টাইনি পক্ষের হয়ে অংশ নেন। তিনি গাজায় চরম নিরাপত্তা সংস্থার নেতৃত্ব দিতেন, যা তাকে সেখানে প্রভাবশালী করলেও সাধারণ প্যালেস্টাইনিদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করেছে। ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশীদার হিসেবে পেতে চায়।

কঠিন মানুষ বলতে যা বোঝায়, জিবরিল রাজুব ঠিক তাই। রূঢ়, নিষ্ঠুর। পশ্চিম তীরের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হিসেবে ইসলামী মিলিশিয়াদের ওপর দমন-পীড়ন চালান। এভাবে তিনি নজর কাড়েন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের। ফেব্রুয়ারিতে আরাফাতের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়। পরে যদিও রাজুব বলেছেন তিনি আরাফাতের প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের সম্পর্ক আগের মতো আর গভীর নয়।

মূলত এরাই বিবেচিত হচ্ছেন আরাফাতের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে। কিন্তু তারা কি আরাফাতের সমকক্ষ বিকল্প হতে পারবেন? সে সম্ভাবনা ক্ষীণ।

মাহমুদ আব্বাস

মোহাম্মদ দাহলান

এক নজরে আরাফাত

জন্ম : ৪ আগস্ট, ১৯২৯। জীবনীকারদের মতে কায়রোয়। কিন্তু আরাফাত বলেন জেরুজালেমে। বর্তমানে বয়স ৭২।

১৯৪৮ : ব্রিটেনের সৈন্য প্রত্যাহারের পর আরব-ইহুদি সংঘর্ষে অংশগ্রহণ।

১৯৫২ : কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র থাকাকালে প্যালেস্টাইন স্টুডেন্টস লীগের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৫৮ : কুয়েতে থাকাকালে ফাতাহ সংগঠন গঠন।

১৯৬৯ : পিএলও'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

১৯৭৬-৭৯ : লেবাননে আরাফাতের দপ্তরে প্রথমে লেবানিজ ক্রিশ্চিয়ান ফোর্স ও পরে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইসরায়েলি বাহিনী আক্রমণ। আরাফাত তিউনিশিয়ায় পালিয়ে যান।

১৯৯৩ : হোয়াইট হাউজে আরাফাত-রবিন ঐতিহাসিক করমর্দন।

১৯৯৪ : ২৭ বছর পর গাজায় প্রত্যাবর্তন। আরাফাত, রবিন ও পেরেজের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ।

১৯৯৬ : প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

২০০০ : ক্যাম্প ডেভিডে ১৫ দিনের শান্তি আলোচনা ব্যর্থ।

২০০১ : শ্যারণ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত। আরাফাতের সঙ্গে বারাকের স্থগিত শান্তি আলোচনা বাতিল। বছরের শেষে আরাফাত গৃহবন্দি।

২০০২ : ৩ মাসের গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি। কিন্তু বিভিন্ন প্যালেস্টাইনি শহরে ইসরায়েলি সামরিক অভিযান অব্যাহত।

হয়ে যায়। এ সময় অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। উপ-প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য প্রবল অনুরোধ জানালে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সম্মত হন। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা এ ঘটনাকে সাজানো নাটক বলে অভিহিত করেছে।

আফগান মন্ত্রিসভায় বিরোধ

ঐতিহ্যবাহী লয়া জিরগার মাধ্যমে নির্বাচিত অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হামিদ কারজাই মন্ত্রিসভার গঠন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। মতানৈক্যের কারণে অনেকেই তার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছেন। এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাজিক নেতা ইউনুস কানুনিকে নয়া মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর পদ দেয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেছেন। কানুনি ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ব্যাপক ভত্তিক বিরোধীদল গড়ে তুলবেন।

পাক সেনা নিহত

আফগান সীমান্তবর্তী এক সম্ভাব্য আল-কায়েদা ঘাঁটিতে অভিযান চালাতে গিয়ে ১০ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। তবে আল-কায়েদার একজন বিদেশী সদস্যও হামলায় নিহত হয়েছে। পাকিস্তানি ও মার্কিন সেনাবাহিনী যৌথভাবে আল-কায়েদা বিরোধী যে অভিযান চালাচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকায়, এটি সে ধরনের অভিযান। এদিকে, পাকিস্তানি পুলিশ আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্রব থাকার সন্দেহে ১০০ জন ইসলামী সংগঠনের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন।

জি-৮ সম্মেলন

বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশের সংস্থা জি-৮-এর নেতারা কানাডায় শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঋণ মওকুফ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে ছিলো। তবে ফিলিস্তিনের নেতৃত্বকে সরিয়ে দেয়ার যে আহ্বান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ রেখেছেন, তা সম্মেলনে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। জি-৮-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি ও রাশিয়া।

হাসান মূর্তাজা